বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য মানব মর্যাদা

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৫৫তম অধিবেশনে প্রতি বছর ২০ জুনকে বিশ্ব শরণার্থী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ঐ অধিবেশনে জাতিসংঘ শরণার্থী কমিশন এবং শরণার্থী বিষয়ক ১৯৫১ সালের সনদের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে উল্লেখ করা হয় ২০০১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে। উল্লেখ করা যায় যে, অর্গানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটি এর আগে থেকেই আফ্রিকা শরণার্থী দিবস পালন করে আসছিল, সংস্থাটি জাতিসংঘের সঙ্গে ২০ জুন শরণার্থী দিবস পালনে সম্মত হয়।

বিশ্ব শরণার্থী দিবসের গুরুত্ব

নানা সংঘাত বা নিপীড়নের কারণে বিশ্বে এই মুহূর্তে ৬৮ মিলিয়নের বেশি মানুষ নিজ বাস্তু থেকে উচ্ছেদ হয়ে শরণার্থীর জীবন যাপন করছে। সংখ্যাটি জনসংখ্যায় বিশ্বের ২০তম বৃহত্তম দেশটির মোট জনসংখ্যার প্রায় সমান। গত বছর প্রতি দুই সেকেন্ডে একজন মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, বিশেষত গরিব দেশগুলোতেই এই বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ঘটেছে। যুদ্ধ, সন্ত্রাস বা নিপীড়ন থেকে বাঁচতে প্রতি মিনিটে প্রায় ২০জন মানুষকে তাঁর সব কিছু ছেড়ে পালাতে হচ্ছে।

এই বিশ্বে যতদিন যুদ্ধ থাকবে, সংঘাত থাকবে, শরণার্থীর সমস্যাও থাকবে। বিশ্ব শরণার্থী দিবসে আমাদেরকে ভাবতে হবে নানা কারণে সর্বস্ব হারানো এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর উপায় নিয়ে। তাদের জন্য মানব মর্যাদা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। বিশ্ব শরণার্থী দিবস সবার সামনে এই বিষয়গুলো তুলে ধরার একটি সুযোগ।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট: বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে

মায়ানমার সামরিক বাহিনীর সুস্পষ্ট গণহত্যা ও নিপীড়ন থেকে বাঁচতে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী। বাংলাদেশ সরকার বিপুল এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য সীমান্ত খুলে দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে মানবতার এক বিরল ও প্রশংসনীয় নজির স্থাপন করেছে। এই রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশের জন্য স্বল্পকালীন ও দীর্ঘমেয়াদী নানা সংকটের কারণ হচ্ছে, যদিও এই সমস্যাটি বাংলাদেশের একার নয়। এই সমস্যা বৈশ্বিক। বিশ্বকে এদের দায়িত্ব নিতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইতিমধ্যে এই সংকট মোকাবেলায় সাড়া দিচ্ছেন, কিন্তু সাহায্য প্রক্রিয়া বা ত্রাণ তৎপরতার স্থানীয়করণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাসহ আরও অনেক কিছুই এখনো করার সুযোগ আছে, আছে প্রয়োজনও। বিশ্ব শরণার্থী দিবস এই বিষয়গুলো তুলে ধরার সুযোগ।

যুদ্ধ, সন্ত্রাস বা নিপীড়ন থেকে বাঁচতে প্রতি মিনিটে প্রায় ২০জন মানুষকে তাঁর সব কিছু ছেড়ে পালাতে হচ্ছে

আমাদের উদ্যোগ

স্থানীয় অধিবাসীদের পাশাপাশি কোস্ট ট্রাস্ট ও কক্সবাজার সিএসও-এনজিও ফোরামের (সিসিএনএফ) সদস্য সংস্থাসমূহ একেবারে শুরুর দিকেই কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। সেই উদ্যোগ এখনো নানাভাবে অব্যহত আছে। সরাসরি ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সিসিএনএফ ত্রাণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও স্থানীয়করণ নিশ্চিত করে এই কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বিশ্ব শরণার্থী দিবস উপলক্ষেও কোস্ট ও সিসিএনএফ বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য মানব মর্যাদা এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কোস্ট ও সিসিএনএফ ১৮ তারিখ উখিয়া এবং ১৯ তারিখ একই সঙ্গে কক্সবাজার ও ঢাকায় দিবসটি পালন করতে যাচ্ছে।

বিস্তারিত অনুষ্ঠানসূচি

১৯ জুন ২০১৮: *সেমিনার, ১১টা থেকে ১টা, উখিয়া উপজেলা পরিষদ হল, উখিয়া, কক্সবাজার*

২০ জুন ২০১৮: *সেমিনার, ১১ টা থেকে ১টা, কক্সবাজার জেলা পরিষদ হল, কক্সবাজার*

১৯ জুন ২০১৮: *জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকার সামনে মানব বন্ধন।*

বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে:
www.cxb-cso-ngo.org
www.coastbd.net.

যোগাযোগ: কক্সবাজার: জাহাঙ্গীর আলম, মোবাইল: ০১৭১৩৩২৮৮২৭, ঢাকা: মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১